বৈরাগ্য

একা একা আমি ভুবনে।
ঐ দূর পাহাড়ের গায়ে,
ছবি মত পাদপের ছায়ে
মানবের সাজান সংসার,
কেন দেখি তৃষিত নয়নে।
আশ্বিনের নীলাকাশ তলে
ম্লান দীপ্তি সন্ধ্যার কিরণে!
চিত্ত ধায় তাহাদের পানে।

শুনিতেছি নির্ব্বাক বিস্মিত
দূর শ্রুত সঙ্গীতের মত
যে রাগিনী নিত্য নব বাজে
মুগ্ধ এক দম্পতির প্রাণে,
সুখে দুঃখে আশা নিরাশায়
প্রণয়ের নিতি নব তানে।
ভাবিতেছি কি কথা নির্জ্জনে!

কোন্ সুধা পাত্র লয়ে হাতে
সে দোহার তৃষা মিটাইতে
বাসনার হোমানল হতে:
দেবী ওঠে কোমল চরণে
শান্ত করি অসীম পিয়াসা,
মগ্ন করি তরুণ স্বপনে!

একা একা আমি ভুবনে!
ডুবে গেছে দিনান্তের কর,
রজনীর আঁধার মিথর
ভেদ করি গৃহদীপ শিখা
আসিতেছে আমার নয়নে!
উর্দ্ধে হেরে কক্ষে কক্ষে তারা
জ্বলিতেছে তিমির গগনে।

শ্রীঅনন্ত ভূষন ভট্টাচার্য্য
প্রথম বার্ষিক শ্রেণী
"খ" বিভাগ

৺শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা

অসীম অনন্তে এক কি যেন কি দেখা যায়।
স্নিগ্ধ রজতশুভ্র শতচন্দ্র শোভে গায়॥
জগজ্জননী মূর্ত্তি ধীরে ধীরে এ ধরায়।
স্নেহের কণিকা রাশি ছড়াইতে মহিমায়॥
কি মোহন মুরতি মা! কোটীচন্দ্রলেখা প্রায়।
ধরিত্রীরে দিলে দেখা স্নেহরাশী মেখে গায়॥
হে মহাবিদ্যারূপিণী! কোন মহাবিদ্যাশিক্ষা।
দিতেছ কুসন্তানে, ব্যর্থ তব শিক্ষা দিক্ষা॥
হে মা যদি কৃপা করি এলে পাপ মর্ত্ত্যভূমে।
লওমা দীনের পূজা দূর্ব্বাকুল ধূপধূমে॥